

# বীরবাণী ।

অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রিন্সিট  
সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী  
সমুদয় কবিতার  
সংগ্রহ ।



তৃতীয় সংস্করণ ।

মূল্য ১০ চারি আনা ।

কলিকাতা,  
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,  
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে  
স্বামী সত্যকাম  
কর্তৃক  
প্রকাশিত ।

কলিকাতা,  
৩১২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, “নববিভাকর যন্ত্রে”  
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত ।

## ভূমিকা ।

সাধারণের নিকট প্রকাশ যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিদ্বান, বহুদর্শী, অদ্বিতীয় বক্তা, দেশহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী, সমাধিযুক্ত সন্ন্যাসী । কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়কেন্দ্রস্থিত স্বদেশানুরাগই যে তাঁহার কবিত্বের উদ্বোধনী শক্তি, সে পরিচয় বীরবাণীর কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় । বীরবাণীর দ্বিতীয় মুদ্রাক্ষণের প্রয়োজন দেখিয়া বুঝা যায় যে, স্বামীজির সেই ভাবটী ধীরে ধীরে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে ।

কলিকাতা

সন ১৯১২ ।

বিবেকানন্দ সমিতি

## ৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বীরবাণীর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার অনেকের অনুরোধে ইহার সংস্কৃত অংশটির অম্বয়, শব্দার্থ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল। সংস্কৃত কলেজের ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক সংস্কৃত মূলভাগের ছন্দ ও ব্যাকরণগত সমুদয় দোষ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে পূর্ব সংস্করণ হইতে এই গুলির আকার কিছু পৃথক হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পরিবর্তন প্রায় শব্দগত, স্বামীজির ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য করা হয় নাই। ‘শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম’ নামক সংস্কৃত শ্লোকটি এবং আর একটি নূতন শিব সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইল। কবিতাগুলির অর্থবোধের সৌকর্য্যার্থে নূতন কতকগুলি ব্যাখ্যা ও পাদটীকাও সংযোজিত হইয়াছে। আর এই সংস্করণে স্বামীজির বীরবেশের এক খানি নূতন হাফটোন ছবিও দেওয়া হইল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

বিবেকানন্দ সমিতি

## সূচিপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি	১
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামঃ	৭
শিবস্তোত্রম্	৮
অম্বা-স্তোত্রম্	১২
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক	১৮
শিব সঙ্গীত	২০
শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত	২১
সৃষ্টি	২২
প্রলয় বা গভীর সমাধি	২৩
সখার প্রতি	২৪
“নাচুক তাহাতে শ্যামা”	২৭
‘গাই গীত শুণাতে তোমায়’	৩১
To H. H. the Maharaja of Khetri	৩৯
Requiescat in Pace	৪০
Song of the Sannyasin...	৪০
To the Awakened India	৪৪
Angels unawares	৪৬
Kali the Mother	৪৮
'eace	৪৯









কৃ-তাং করোতি কলুষং কুহকাস্তকারি ।

ষণ-স্তং শিবং স্ত্রবিমলং তব নাম নাথ ।

য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগমা ।

তস্মাস্তমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৪ ॥

মরণশীল নরলোকের অমৃত অর্থাৎ জীবনস্বরূপ ) পদঃ ( পদ ) মরণোপশির্নাশঃ  
( মৃত্যুরূপ উদ্ভি অর্থাৎ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয় ) । তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৩ ॥

[ হে ] নাথ ( প্রভো ) তব ( তোমার ) কুহকাস্তকারি ( কুহক অর্থাৎ মায়া দূর-  
কারি ) শিবঃ ( মঙ্গলময় ) স্ত্রবিমলং ( অতি পবিত্র ) ষণাস্তং ( 'ক' যাহার অস্ত্রে আছে  
রামকৃষ্ণ ) নাম ( নাম ) কলুষঃ ( পাপকে ) কৃতাং ( করণীয় কাৰ্য্য—পুণ্য )  
করোতি ( করে ) [ হে ] জগদেকগমা ( জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু ) যস্মাৎ  
( যেহেতু ) অহং ( আমি ) তু অশরণঃ ( নিরাশ্রয় ) । তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ৪ ॥

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যে অনুরক্ত হয়, তাহার  
তোমাকে পাইয়াই সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়, স্ত্রতরাং সে ব্যক্তি শীঘ্র  
রজোগুণকে অতিক্রম করে । মরণশীল নরলোকের জীবনস্বরূপ  
তোমার পদ মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করিয়া দেয় । অতএব হে  
দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হে প্রভো, তোমার মায়াদূরকারি মঙ্গলময় অতি পবিত্র ষণাস্ত  
( রামকৃষ্ণ ) নাম পাপকেও পুণ্য করিয়া দেয় । হে জগতের একমাত্র  
প্রাপ্তব্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেই হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই  
আমার আশ্রয় ॥ ৪ ॥

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ  
 লোকাভীতোহপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।  
 ত্রৈলোক্যেহপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ  
 ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১ ॥

যস্য ( যাঁহার ) প্রেমপ্রবাহঃ ( প্রেমশ্রোত ) আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ ( চণ্ডাল পন্থা  
 অপ্রতিহত রয় অর্থাৎ বেগ যাঁহার ) অহহ ( আহা ! ) [ যঃ ( যিনি ) ] লোকাভীতঃ  
 অপি ( অমানুষ-স্বভাব হইলেও ) লোককল্যাণমার্গঃ ( লোকের কল্যাণের পথ )  
 জহৌ ( ত্যাগ করেন নাই ) [ যঃ ( যিনি ) ] ত্রৈলোক্যে অপি ( ত্রিভুবনেও ) অপ্রতিমঃ  
 মহিমা ( যাঁহার মহিমার প্রতিমা অর্থাৎ তুলনা নাই ) [ যঃ ( যিনি ) ] জানকীপ্রাণ-  
 বন্ধঃ ( সীতার প্রাণকে বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ সীতার পরম প্রেমাস্পদ ) যঃ ( যিনি )  
 জ্ঞানং ( জ্ঞানস্বরূপ ) রামঃ ( রামচন্দ্র ) ভক্ত্যা সীতয়া ( ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা )  
 বৃতবরবপুঃ ( যাঁহার বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, বপু অর্থাৎ দেহ, বৃত অর্থাৎ আবৃত ) ॥

(৩)

যাঁহার প্রেমশ্রোত চণ্ডাল পর্যাস্ত অপ্রতিহতবেগ অর্থাৎ চণ্ডালে-  
 প্রতিও যিনি প্রেম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আহা, যিনি অমানুষ-স্বভাব-  
 হইলেও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই ( অর্থাৎ সর্বদা  
 লোকের কল্যাণচিন্তা ও অনুষ্ঠানেই নিযুক্ত ছিলেন ) স্বর্গ মর্ত্য পাতাল  
 এই ত্রিলোকেও যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, যিনি সীতার পরম প্রেম-  
 স্পদ, যে জ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দেহ ভক্তিস্বরূপিণী সীতা দ্বারা  
 আবৃত—॥ ১ ॥

# বীরবাণী ।

## শ্রীরামকৃষ্ণশোভাণি ।

(১)

ওঁ-হ্রীং সত্যং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেভ্যঃ ।  
ন-ক্ৰন্দিবং সকরণং তব পাদপদম্ ।  
মো-হঙ্কষণং বহুকৃতং ন ভজে যতোহহং ।

তস্ম্যাহমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ১ ॥

অনুয় ও শকার্থ ।

ওঁ হ্রীং স্বঃ ( তুমি ) সত্যং ( সত্য ) অচলঃ ( স্থির ) গুণজিৎ ( গুণ অর্থাৎ নর-  
রাজঃ, তম এই তিন গুণকে যিনি জয় করিয়াছেন ) গুণেভ্যঃ ( নানা প্রকার গুণের  
দ্বারা ইন্ডা অর্থাৎ স্তবের যোগ্য ) যতঃ ( যেহেতু ) অহং ( আমি ) তব ( তোমার )  
মোহঙ্কষণং ( মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান নিবারক ) বহুকৃতং ( পূজনীয় ) পাদপদম্ ( পাদপদ )  
সকরণং ( ব্যাকুলভাবে ) নক্ৰন্দিবং ( দিনরাত্রি ) ন ভজে ( ভজনা করিতেছি না )  
তস্ম্যং ( সেই হেতু ) [ হে ] দীনবন্ধো ! ত্বম্ এব ( তুমিই ) মম ( আমার ) শরণ  
( আশ্রয় ) ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।

ওঁ হ্রীং তুমি সত্য, স্থির, ত্রিগুণজয়ী, অথচ অগণন মনোহর গুণ  
সমূহের দ্বারা স্তবের যোগ্য । যেহেতু আমি তোমার অজ্ঞাননিবারক  
পূজনীয় পাদপদ কাতরভাবে দিনরাত্রি ভজনা করিতেছি না, সেই  
হেতু হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

ভ-ক্তি ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি ।

গ-চ্ছন্ত্যালং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং ।

ব-ক্তে স্থিতং হৃদি তু মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ ।

তস্মাৎস্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২ ॥

তে-জস্তুরন্তি ঝটিতি ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ ।

রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে ।

ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোন্মিনাশং ।

তস্মাৎস্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩ ॥

ভবভেদকারি ( সংসার নাশকারি ) ভক্তি: ( ভক্তি ) ভগঃ ( বৈরাগ্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য ) ভজনং চ ( এবং ভজন ) সুবিপুলং ( অতি মহান্ ) তত্ত্বং ( তত্ত্ব ) গমনায় ( প্রাপ্তির জন্য ) অলং গচ্ছন্তি ( পর্যাপ্ত হয ) [ ইদং বচনং ( এই বাক্য ) ] বক্তে ( মুখে ) স্থিতং ( রহিয়াছে ) তু ( কিন্তু ) মে ( আমার ) হৃদি ( হৃদয়ে ) চ কিঞ্চিৎ ( কিছু পরিমাণে ) ন ভাতি ( প্রকাশ পাইতেছে না ) । তস্মাৎ ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ২ ॥

ঋতপথে ( সত্যের পথস্বরূপ ) রামকৃষ্ণে ত্বয়ি ( রামকৃষ্ণ তোমাতে ) রাগে কৃতে ( অনুরাগ করা হইলে ) ত্বয়ি ( তোমাতে ) তৃপ্ততৃষ্ণাঃ ( বাহার তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনা তৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়াছে—পূর্ণকাম ) [ জনাঃ ( লোকগণ ) ] ঝটিতি ( শীঘ্র ) তেজঃ ( রজোগুণকে ) তরন্তি ( অতিক্রম করে ) তব ( তোমার ) মর্ত্যামৃতং ( মর্ত্য অর্থাৎ

সংসারনাশকারী ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য এবং ভজন—এই গুণি থাকিলেই সেই অতি মহান্ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ( কিন্তু এই কথা ) মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছু-মাত্র প্রতিভাত হইতেছে না । অতএব হে দীনবন্ধো, তুমিই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

ଅଦ୍ଵୟବ୍ରହ୍ମସମାହିତଚିତ୍ରଃ

ପ୍ରୋଞ୍ଜ୍ଵଳଭକ୍ତିପଟାବୃତବୃତ୍ତଃ

କର୍ମକଳେବରମଦ୍ଭୃତଚେଷ୍ଟଃ

ଯାମି ଗୁରୁଂ ଶରଣଂ ଭବବୈଦାଂ

ନରଦେବ ଦେବ

ଜୟ ଜୟ ନରଦେବ ॥ ୨ ॥

## ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମଃ ।

ସ୍ଥାପକାୟ ଚ ଧର୍ମସ୍ୟ ସର୍ବଧର୍ମସ୍ଵରୂପିଣେ ।

ଅବତାରବରିଷ୍ଠାୟ ରାମକୃଷ୍ଣାୟ ଚେ ନମଃ ॥

ଅଦ୍ଵୟବ୍ରହ୍ମସମାହିତଚିତ୍ରଃ ( ଦ୍ଵିତୀୟରହିତ ବ୍ରହ୍ମେ ସାହାର ଚିତ୍ର ଏକାଗ୍ର ) ପ୍ରୋଞ୍ଜ୍ଵଳଭକ୍ତି  
ପଟାବୃତବୃତ୍ତଃ ( ଅତି ଉଞ୍ଜ୍ଵଳ ଭକ୍ତିରୂପ ପଟ ଅର୍ଥାଂ ବସନ୍ତର ଦ୍ଵାରା ସାହାର ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାଂ  
ଚରିତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ) କର୍ମକଳେବରଂ ( କର୍ମମୟ ଦେହ ) ଅଦ୍ଭୃତଚେଷ୍ଟଂ ( ସାହାର ଚେଷ୍ଟା ଅର୍ଥାଂ  
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଦ୍ଭୃତ ) ଯାମି ଇତ୍ୟାଦି ପୁନ୍ନବଂ ॥ ୨ ॥

ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମେ ସାହାର ଚିତ୍ର ସମାହିତ, ସାହାର ଚିତ୍ର ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି-  
ରୂପ ବସନ୍ତର ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ (ଅର୍ଥାଂ ସାହାର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ, ବାହାରେ ଭକ୍ତି)  
ସାହାର ଦେହ କର୍ମମୟ ଅର୍ଥାଂ ଯିନି ଦେହର ଦ୍ଵାରା କ୍ରମାଗତ ଲୋକହିତାର୍ଥ  
କର୍ମ କରିସାଧିଲେ, ସେହି ସଂସାରରୂପ ଗୋଗେର ଚିକିତ୍ସକ ଗୁରୁର ଅଂଶ୍ରୁ  
ଲଣ । ହେ ନରଦେବ ଦେବ, ତୋହାର ଜୟ ଚଉକ ॥ ୨ ॥

## শিবস্তোত্রম্ ।

ওঁ নমঃ শিবায় ।

নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ

অকলিতমহিমানঃ কল্লিতা যত্র তস্মিন্ ।

সুবিমলগগনাভে স্বীশসংস্থেহপানীশে

মম ভবতু ভবেহস্মিন্ ভাসুরো ভাববন্ধঃ ॥ ১ ॥

ধর্ম্মদাতা (ধর্ম্মের) স্থাপকায় (প্রতিষ্ঠাতা) ১ (এবং) সর্বধর্ম্মস্বরূপিণে (যিনি সকল ধর্ম্মস্বরূপ) অবতারবরিষ্ঠায় (অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বামকৃষ্ণায় তে নমঃ (বাম কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার) ॥

যত্র (যাঁহাতে) নিখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গপ্ররোহাঃ (সমুদয় জগতের উৎপত্তি, জন্ম অর্থাৎ স্থিতি, ভঙ্গ অর্থাৎ নাশ রূপ প্ররোহ অর্থাৎ অক্ষুরসমূহ) অকলিত-মহিমানঃ (অকলিত অর্থাৎ অগণন, মহিমা অর্থাৎ বিভূতি) কল্লিতাঃ (কল্লিত হইয়াছে) তস্মিন্ অস্মিন্ (সেই এই) সুবিমলগগনাভে (সুনির্ম্মল আকাশতুলা) ভঙ্গশনংস্থে অপি (ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইলেও) অনীশে (যাঁহার ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু নাই) ভবে (মহাদেবে) মম (আমার) ভাসুরঃ (উজ্জ্বল, দৃঢ়) ভাববন্ধঃ (প্রেমরূপ বন্ধন) ভবতু (হউক) ॥ ১ ॥

যিনি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সকল ধর্ম্মস্বরূপ, যিনি অবতার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বামকৃষ্ণ তোমায় নমস্কার ॥

যাঁহাতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় রূপ অক্ষুরসমূহ অসংখ্য বিভূতিরূপে কল্লিত, যিনি সুনির্ম্মল আকাশের তুলা, যিনি জগতের ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইলেও যাঁহার আর, কেহ নিয়ন্তা নাই, সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জ্বল প্রেমবন্ধন হউক ॥ ১ ॥

সুকৌকৃত্য প্রলয়কলিতস্বাহবোথং স্বেঘোরং  
 হিহ্না রাত্রিং প্রকৃতিসহজামকৃতামিশ্রমিশ্রাম্ ।  
 গীতং শাস্ত্রং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ  
 মোহয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্তিদানীম্ ॥ ২ ॥

যঃ (যে) [ কৃষ্ণ ] বা আহবোথ্যং ( যুদ্ধ হইতে উখিত ) স্বেঘোরং ( অতি ভয়ানক )  
 প্রলয়কলিতং ( প্রলয়প্রাপ্ত ) [ শব্দং (শব্দকে) ] সুকৌকৃত্য ( সুক্ক করিয়া ) প্রকৃতি-  
 সহজাং ( স্বাভাবিক ) অকৃতামিশ্রমিশ্রাং ( ঘোরতর অকৃতমঃ স্বরূপ ) রাত্রিং (অজ্ঞান-  
 রজনীকে ) হিহ্না ( দূর করিয়া ) শাস্ত্রং মধুরমপি ( শাস্ত্র ও মধুর ) গীতং ( গান—  
 এখানে গীতাশাস্ত্র ) সিংহনাদং ( সিংহনাদস্বরূপ ) জগর্জ ( গর্জন করিয়াছিলেন ) সঃ  
 ( সেই ) | পুরুষ এব ( পুরুষ ) ] অয়ং ( এই ) প্রথিতপুরুষঃ ( বিখ্যাত পুরুষ )  
 রামকৃষ্ণঃ তু ( রামকৃষ্ণরূপে : ইদানীং ( এক্ষণে ) জাতঃ ( জন্মিয়াছেন ) ॥ ২ ॥

যে কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুলা ( ছুঁকা )  
 উঠিয়াছিল, তাহাকে সুক্ক করিয়া এবং ( অর্জুনের ) স্বাভাবিক ঘোরতর  
 অকৃতামিশ্ররূপ অজ্ঞান-রজনীকে দূর করিয়া দিয়া, শাস্ত্র ও মধুর গীত  
 অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র সিংহনাদস্বরূপে গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—

সেই পুরুষই এই বিখ্যাতপুরুষ রামকৃষ্ণরূপে এক্ষণে জন্মিয়াছেন ।

[ ৬ ]

(৩)

নরদেব দেব

জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুখতরঙ্গং

দর্শিতপ্রেমবিজৃপ্তিতরঙ্গং

সংশয়রাক্ষসনাশমহাপ্তং

যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব

জয় জয় নরদেব ॥ ১ ॥

৩)

[ হে ] নরদেব ( নরের মধো দেবতা ) দেব [ হে ] নরদেব জয় জয় ( তোমার জয় হউক ) শক্তিসমুদ্রসমুখতরঙ্গং . শক্তিসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তরঙ্গস্বরূপ দর্শিতপ্রেমবিজৃপ্তিতরঙ্গং ( যিনি প্রেমের দ্বারা বিজৃপ্তিত অর্থাৎ প্রকাশিত, রঙ্গ অর্থাৎ লীলা দেখাইয়াছেন । সংশয়রাক্ষসনাশমহাপ্তং ( সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্তু যিনি মহা অস্ত্রস্বরূপ ) ভববৈদ্যং ( সংসাররূপ রোগের চিকিৎসকস্বরূপ ) গুরু শরণং যামি ( গুরুর আশ্রয় লই ) হে নরদেব দেব, নরদেব জয় জয় ॥ : ॥

(৩)

হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক । যিনি শক্তিরূপ সমুদ্র হইতে উৎখিত তরঙ্গস্বরূপ, যিনি প্রেমের নানা লীলা দেখাইয়াছেন, যিনি সন্দেহরূপ রাক্ষসের বিনাশের জন্তু অস্ত্রস্বরূপ, সেই সংসাররূপ রোগের চিকিৎসক গুরুর আশ্রয় লই । হে নরদেব দেব, তোমার জয় হউক ॥১॥



গলিততিমিরমালঃ শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ  
 ধবলকমলশোভঃ জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ ।  
 যমিজনহৃদিগম্যঃ নিষ্কলো ধায়মানঃ  
 প্রণতমবতু মাং সঃ মানসো রাজহংসঃ ॥ ৫ ॥  
 দুরিতদলনদক্ষং দক্ষজাদত্তদোষং  
 কলিতকলিকলঙ্কং কম্বকহ্লারকাস্তম্ ।

গলিততিমিরমালঃ ( যাঁহা হইতে [ অজ্ঞানরূপ । তিমিরমাল অর্থাৎ অন্ধকার-সমূহ, গলিত অর্থাৎ নষ্ট হইয়াছে ) শুভ্রতেজঃপ্রকাশঃ ( শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ ) ধবলকমলশোভঃ ( শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় যাঁহার শোভা ) জ্ঞানপুঞ্জাট্টহাসঃ ( জ্ঞানসমূহই যাঁহার অট্টহাস্যরূপ ) যমিজনহৃদিগম্যঃ ( যিনি সংঘমী ব্যক্তির হৃদয়ে প্রাপ্য ) নিষ্কলঃ ( যিনি অংশরহিত অর্থাৎ অখণ্ডরূপ ) ধায়মানঃ ( ধাত হইয়া ) সঃ ( সেই ) মানসঃ রাজহংসঃ ( মন [ রূপ সরোবরের ] মধ্যে অবস্থিত রাজহংস [ রূপী শিব ] ) প্রণতং ( প্রণত ) মাং ( আমাকে ) অবতু ( রক্ষা করুন ) ॥ ৫ ॥

দুরিতদলনদক্ষং ( পাপ নাশ করিতে সমর্থ ) দক্ষজাদত্তদোষং ( দক্ষজা অর্থাৎ দক্ষকন্যা সতী যাঁহাকে [ কখন ] দোষ দেন নাই অথবা সতী যাঁহাকে দোঃ অর্থাৎ পানি দান করিয়াছিলেন— সতীর সহিত যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সতীপতি) কলিত-কলিকলঙ্কং ( যিনি কলির দোষসমূহকে নষ্ট করিয়াছেন ) কম্বকহ্লারকাস্তম্ ( সুন্দর কহ্লার পুষ্পের ন্যায় যিনি মনোহর ) পরহিতকরণায় ( পরের হিত করিবার জন্য ) প্রাণবিচ্ছেদক্ষং ( প্রাণ ত্যাগ করিত যিনি সর্বদা উৎসুক ) নতনয়ননিযুক্তং

যাঁহা হইতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমূহ নষ্ট হইয়াছে, শুভ্র জ্যোতির ন্যায় যাঁহার প্রকাশ, যিনি শ্বেতবর্ণ পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া-ছেন, জ্ঞানসমূহই যাঁহার অট্টহাস্যরূপ, যিনি সংঘমী ব্যক্তির হৃদয়-প্রাপ্য, যিনি অখণ্ডরূপ, আমার দ্বারা ধাত হইয়া সেই মানারূপ সরোবরের রাজহংসরূপী শিব প্রণত আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

পরহিতকরণায় প্রাণবিচ্ছেদসূত্রকং  
নতনয়ননিযুক্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥ ৬ ॥

## অশ্বা-স্তোত্রম্ ।

কা হুং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে  
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোন্মিতশ্চৈঃ ।

( নত—প্রণত অর্থাৎ নিম্নাধিকারী ব্যক্তিগণের প্রতি যাঁহার নয়ন নিযুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের কল্যাণের জন্য সতত চিন্তা করিতেছেন ) নীলকণ্ঠং ( জগতের কল্যাণার্থ বিষপান দ্বারা যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সেই মহাদেবকে ) [ বরং ( আমরা ) , নমামঃ ( প্রণাম করি ) ॥ ৬ ॥

[ হে ] শুভে ( কল্যাণময়ি ) শিবকরে ( কল্যাণকারিণি ) সুখদুঃখহস্তে ( সুখ ও দুঃখ উভয়ই যাঁহার হস্তস্বরূপ ) মাতঃ, হুং ( তুমি ) কা ( কে ) ? ভবজলং ( সংসাররূপ জল ) প্রবলোন্মিতশ্চৈঃ ( প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ) আঘূর্ণিতং ( ঘূর্ণায়মান হইতেছে ) । [ হুং ( তুমি ) ] কিং ( কি ) সদা এব ( সর্বদাই ) বিধে ( জগতে ) বভূধা ( নানা-

যিনি পাপনাশ করিতে সমর্থ, দক্ষকন্যা সতী যাঁহাতে কখন দোষ-দর্শন করেন নাই অথবা সতী যাঁহাকে পাণিপ্রদান করিয়াছিলেন, যিনি কালদোষসমূহ নাশ করেন, যিনি সুন্দর কল্লার পুষ্পের ন্যায় মনোহর, পরের কল্যাণার্থ যিনি প্রাণত্যাগ করিতে সর্বদা উৎসুক, নিম্নাধিকারী বা প্রণত ব্যক্তিগণের কল্যাণ করিবার জন্য যাঁহার চক্ষু সর্বদা তাহাদের প্রতি নিযুক্ত রহিয়াছে, সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

নিহতনিখিলমোহেহধীশতা যত্র রূঢ়া  
 প্রকটিতপরপ্রেম্না যো মহাদেবসংজ্ঞঃ ।  
 অশিখিলপরিবস্তুঃ প্রেমরূপস্য যস্য  
 প্রণয়তি হৃদি বিশ্বং ব্যাজমাত্রং বিভূত্বম্ ॥ ২ ॥  
 বহতি বিপুলবাতঃ পূর্বসংস্কাররূপঃ  
 বিদলতি বলবৃন্দং ঘূর্ণিতেবোন্মিমালা ।

নিহতনিখিলমোহে ( সমুদয় মোহ যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতে ) যত্র (যেখানে) হধীশতা ( ঈশ্বরত্ব ) রূঢ়া ( প্রতিষ্ঠিত ) প্রকটিতপরপ্রেম্না ( প্রকাশিত পরম প্রেমের দ্বারা ) যঃ ( যিনি ) মহাদেবসংজ্ঞঃ ( মহাদেব সংজ্ঞা বা নাম যাঁহার ) যস্য ( যে ) প্রেমরূপস্য ( প্রেমস্বরূপের ) অশিখিলপরিবস্তুঃ ( অশিখিল অর্থাৎ দৃঢ়, যাহা শিথিল নহে, পরিবস্তুঃ অর্থাৎ আলিঙ্গন ) হৃদি ( হৃদয়ে ) বিশ্বং ( সমুদয় ) বিভূত্বং ( ঐশ্বর্য্যাকে ) ব্যাজমাত্রং ( চলনা বা মায়ামাত্র ) প্রণয়তি ( করিয়া দেয় ) [ তস্মিন্ অস্মিন্ ভবে মম ভাস্বরঃ ভাববন্ধঃ ভবতু-উহা করিতে হইবে ] ॥ ২ ॥

পূর্বসংস্কাররূপঃ ( পূর্বসংস্কাররূপ ) বিপুলবাতঃ ( প্রবল বায়ু ) বহতি ( প্রবাহিত হইতেছে ) [ সঃ ( উহা ) ] ঘূর্ণিতা ( ঘূর্ণায়মান ) উন্মিমালা ইব ( তরঙ্গসমূহের স্থায় ) বলবৃন্দং ( বলবান্ ব্যক্তিদিগকে ) বিদলতি ( দলিত করিতেছে ) যশ্মদস্মৎ প্রতীতম্ ( তুমি আমি রূপে প্রতিভাত ) পলু বৃগ্মং ( বৃন্দ ) প্রচলতি ( চলিতেছে ) অতি-

যিনি সমুদয় অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন, যাঁহাতে ঈশ্বরত্ব রূঢ় ( স্বাভাবিক ভাবে অবাস্তিত ), যিনি গলাগল পান করিয়া জগতের জীবগণের প্রতি ) পরম প্রেম প্রকাশ করিতে মহাদেব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, প্রেমস্বরূপ যাঁহার দৃঢ় আলিঙ্গনে সমুদয় ঐশ্বর্য্যই আমাদের হৃদয়ে মায়ামাত্ররূপে প্রতিভাত হয় ( সেই এই মহাদেবে আমার উজ্জল প্রেমবন্ধন হউক ) ॥ ২ ॥

প্রচলতি খলু যুগ্মং যুগ্মদস্যৎপ্রতীতম্  
 অতিবিকলিতরূপং নৌমি চিত্তং শিবস্বম্ ॥ ৩ ॥  
 জনকজনিতভাবো বৃত্তয়ঃ সংস্কৃতাস্চ  
 অগণনবল্লরূপা যত্র চৈকো যথার্থঃ ।  
 শমিতবিকৃতিবাত্তে যত্র নাস্তুর্বহিঃ  
 তমহহ হরমীড়ে চিত্তবৃত্তেনিরোধম্ ॥ ৪ ॥

বিকলিতরূপং ( অতিশয় বিকৃতরূপ ) শিবস্বম্ ( শিব অর্থাৎ ব্রহ্মের উপরে অবস্থিত )  
 চিত্তং ( চিত্তকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে ) [ অহং ( আমি ) ] ; নৌমি ( বন্দনা করি ) ॥ ৩ ॥

জনকজনিতভাবঃ ( কার্যাকারণভাব ) চ ( এবং ) সংস্কৃতঃ ( নির্মল ) বৃত্তয়ঃ  
 ( বৃত্তিসমূহ ) অগণনবল্লরূপাঃ ( অসংখ্য নানারূপ ) [ সত্ত্বি ( আছে ) ] যত্র ( যেখানে )  
 চ একঃ ( একবস্তুই ) যথার্থঃ ( সত্য ) শমিতবিকৃতিবাত্তে ( বিকাররূপ বায়ু শান্ত  
 হইলে ) যত্র ( যেখানে ) অস্তুঃ ( ভিতর ) চ ( এবং ) বহিঃ ( বাহির ) ন ( নাই )  
 অহহ ( আহ ) তং ( সেই ) চিত্তবৃত্তেঃ ( চিত্তবৃত্তির ) নিরোধম্ ( নিরোধস্বরূপ )  
 হরঃ ( মহাদেবকে ) [ অহং ( আমি ) ] ইড়ে ( স্তব করি ) ॥ ৪ ॥

পূর্বসংস্কাররূপ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে । ঘূর্ণায়মান তরঙ্গ-  
 সমূহের ন্যায় উহা বলবান্ বাক্তিদিগকেও দলিত করিতেছে । তুমি-  
 আমিরূপে প্রতিভাত হৃন্দ চলিতেছে । এই ব্রহ্মের উপর অবস্থিত  
 অতিশয় বিকৃতরূপ চিত্তকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কার্যাকারণভাব এবং নির্মল বৃত্তিসমূহ অসংখ্য নানারূপ হইলেও  
 যেখানে একবস্তুই যথার্থ, বিকাররূপ বায়ু শান্ত হইলে যেখানে ভিতর  
 ও বাহির নাই, আহ, সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ মহাদেবকে আমি  
 স্তব করি ॥ ৪ ॥

যস্মা বিভূতয় ইহামিতশক্তিপালাঃ  
 নাশ্রিত্য তাং বদ কুতঃ শরণং ব্রজামঃ ॥ ৪ ॥  
 মিত্রে রিপৌ হবিষমং তব পদ্মনেত্রম্  
 স্বস্থেহস্থে হবিতথ স্তব হস্তপাতঃ ।  
 ছায়ামৃতে স্তব দয়া হমৃতঞ্চ মাতঃ  
 মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়ন্তে ॥ ৫ ॥

তব ( তোমার ) পদ্মনেত্রং ( পদ্মতুল্য চক্ষু ) মিত্রে রিপৌ ( বন্ধু ও শত্রুর প্রতি )  
 হু অবিষমং ( সমান ) স্বস্থে ( স্থস্থ ব্যক্তিতে ) অস্থপে ( অস্থখী ব্যক্তিতে ) তব  
 ( তোমার ) তু অবিতথঃ ( একভাবে ) হস্তপাতঃ ( হস্তপ্রদান ) [ হে ] মাতঃ, মৃতেঃ  
 ( মৃত্যুর ) ছায়া চ অমৃতং ( এবং অমৃত বা জীবন ) [ এই উভয়ই ] তব ( তোমার )  
 দয়া । [ হে ] পরমে ( সর্বাপেক্ষা যিনি উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ) তে ( তোমার ) শুভ-  
 দৃষ্টয়ঃ ( শুভদৃষ্টিসমূহ ) মাং ( আমাকে ) ন মুঞ্চন্তু ( পরিত্যাগ না করুক ) ॥ ৫ ॥

জালরূপ সমুদ্র বিস্তার করিতেছে এবং অবিকারী বস্তুকে বিকৃত ও ভগ্ন  
 করিতেছে, বল, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কাহার শরণ গ্রহণ করিব ?  
 ৫॥

শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পদ্মনেত্র সমানভাবে নিষ্কিণ্ড  
 হইতেছে, স্থখী দুঃখী সকল ব্যক্তিতে একভাবে তুমি হস্ত প্রদান করি-  
 তেছ । হে মাতঃ, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন এই উভয়ই তোমার দয়া । হে  
 পরমে, তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে পরিত্যাগ না করুক ॥ ৫ ॥

কাম্বা শিবা ক গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ  
 দোর্ভ্যাং বিধর্তু মিব যামি জগদ্বিধাত্রীং  
 চিন্ত্যাং শ্রিয়া সূচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠম্  
 সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬

[ সা (সেই) ] শিবা ( মঙ্গলময়ী ) অম্বা ( মাতা ) কা ( কোথায় ) হীনবুদ্ধেঃ  
 মম ( হীনবুদ্ধি আমার ) গৃণনং ( বাক্য ) ক ( কোথায় ) ইব ( যেন ) দোর্ভ্যা  
 ( দুই হস্ত দ্বারা ) জগদ্বিধাত্রীং ( জগতের বিধাত্রীকে ) বিধর্তুঃ ( ধরিতে ) যামি  
 ( যাইতেছি ) শ্রিয়া ( লক্ষ্মীর দ্বারা ) চিন্ত্যাং ( চিন্তনীয় ) অভয়প্রতিষ্ঠম্ ( অভয়  
 অর্থাৎ মুক্তি যাহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্বরূপ ) সেবাপরৈঃ ( যাহারা সেবাকেই  
 সন্ধ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কায্য বলিয়া জানেন—সেবাপরাষণ ব্যক্তিগণের দ্বারা ) অভিনুতং  
 ( বন্দিত ) সূচরণং ( সুন্দর পদে ) শরণং ( আশ্রয় ) প্রপদ্যে ( লইলাম ) ॥ ৬ ॥

সেই কল্যাণকারিণী মাতাই বা কোথায় এবং হীনবুদ্ধি আমার  
 এই স্তববাক্যই বা কোথায় ? আমি আমার এই ক্ষুদ্র দুই হস্তদ্বারা  
 জগতের বিধাত্রীকে যেন ধরিতে উদ্যত হইয়াছি । লক্ষ্মী ষাণ্ডা চিন্তা  
 করেন, ষাণ্ডাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবাপরাষণ জনগণ যাহার বন্দনা  
 করেন, আমি সেই সুন্দর পাদপদে আশ্রয় লইলাম ॥ ৬ ॥

শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্

মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সदैব বিশ্বে ॥ ১ ॥

সম্পাদয়ন্ত্যাবিরতং ত্ববিরামবৃত্তা

যা বৈ স্থিতা কৃতফলং ত্বকৃতস্য নেত্রী ।

সা মে ভবত্বনুদিনং বরদা ভবানী

জানাম্যহং ক্রবমিয়ং ধৃতকর্ম্মপাশা ॥ ২ ॥

প্রকারে ) বিভগ্নাঃ ( ভগ্ন হইয়া গিয়াছে যে ) শান্তিং ( শান্তি ) বিধাতুং ( বিধান  
অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ) ইহ ( এখানে ) প্রযত্নপরমা ( যত্নপর ) আসি  
( হইতেছে ) ১ ॥

যা ( যে ) তু অবিরামবৃত্তা ( নিয়ত ক্রিয়াশীলা ) অবিরতঃ ( সর্বদা ) কৃতফল  
( কৃতকর্ম্মের ফল ) সম্পাদয়ন্তী ( সংযোজনা করিয়া ) বৈ স্থিতা ( অবস্থিতা ) [ ব  
( যিনি ) ] তু অকৃতস্যা ( মুক্তি পদের ) নেত্রী ( যিনি লইয়া যান ) সা ( সেই ) ভবানী  
( শিবা ) মে ( আমার প্রতি ) অনুদিনং ( প্রতিদিন, সর্বদা ) বরদা ( বরপ্রদান  
কারিণী ) ভবতু ( হউন ) অহং ( আমি ) কবঃ ( নিশ্চিত ) জানামি ( জানি ) ইয  
( ইনি ) ধৃতকর্ম্মপাশা ( যিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন ) ॥ ২ ॥

হে কলাগময়ি মাতঃ, স্তম্ভ ও উঃখ তোমার হস্তধর, তুমি কে ?  
সংসাররূপ জল প্রবল তরঙ্গসমূহ দ্বারা ঘূর্ণায়মান হইতেছে । তুমি কি  
সর্বদাই নানাপ্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য  
এখানে যত্নপর হইতেছ ? ১ ॥

যে নিয়তক্রিয়াশীলা দেবী সর্বদা কৃতকর্ম্মের ফল সংযোজনা করিয়া  
অবস্থিতা, ( যাহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে ) যিনি মোক্ষ-  
পদে লইয়া যান, সেই ভবানী আমার প্রতি সর্বদা বরপ্রদায়িনী হউন  
আমি নিশ্চিত জানি; তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জু ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২ ॥

কিং বা কৃতং কিমকৃতং ক্ব কপাললেখঃ  
 কিং কশ্ম্ব বা ফলমিহাস্তি হি যাং বিনা ভোঃ ।  
 ইচ্ছাশূনৈর্নিয়মিতা নিয়মাঃ স্বতন্ত্রৈঃ  
 যস্যাঃ সদা ভবতু সা শরণং মমাগ্ণা ॥ ৩ ॥  
 সন্তানয়ন্তি জলধিঃ জনিমৃত্যুজালং  
 সস্তাবয়ন্ত্যবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্ ।

ভোঃ ( হে ) [ জনাঃ ( নরগণ ) | যাং ( যাঁহাকে ) বিনা ( বাতীত ) কিং বা কৃতং ( পুণ্যই বা কি ) কিং ( কি ) অকৃতং ( অকশ্ম্ব বা পাপ ) ক্ব ( কোথায় ) কপাল-লেখঃ ( কপালের লেখা ) কিং বা ( কি বা ) কশ্ম্বফলং ( কশ্ম্ব ও ফল ) ইহ ( এই জগতে ) অস্তি ( আছে ) হি যস্যাঃ ( যাঁহার ) স্বতন্ত্রৈঃ ( স্বাধীন ) ইচ্ছাশূনৈঃ ( ইচ্ছারূপ রজ্জু দ্বারা ) নিয়মাঃ ( নিয়মসমূহ ) নিয়মিতাঃ ( পরিচালিত ) সা ( সেই ) হাদা ( আদিকারণস্বরূপা দেবী ) মম ( আমার ) সদা ( সর্বদা ) শরণং ( আশ্রয়-স্থান ) ভবতু ( হউন ) ॥ ৩ ॥

ইহ ( এই সংসারে ) যস্যাঃ ( যাঁহার ) অপারিমিত শক্তিশালী ) বিভূতয়ঃ ( বিভূতিসমূহ ) জনিমৃত্যুজালং ( জন্মমৃত্যুজালরূপ ) জলধিঃ ( সমুদ্রকে ) সন্তানয়ন্তি ( বিস্তার করিতেছে ) অবিকৃতং ( অবিকারী বস্তুকে ) বিকৃতং বিভগ্নম্ ( বিকৃত ও ভগ্ন ) সস্তাবয়ন্তি ( করিতেছে ), বদ ( বল ) তাং ( যাঁহাকে ) ন আশিত্য ( আশ্রয় না করিয়া ) কৃতং ( কোথায় ) শরণং ( আশ্রয় ) প্রাপ্যঃ ( লই ) ? ৪ ॥

( হে নরগণ ) এই জগতে যাঁহা বাতীত কশ্ম্ব বা অকশ্ম্ব অথবা কপালের লেখা বা কশ্ম্ব বা ফল আর কিছুই হইতে পারে না, যাঁহার স্বাধীন ইচ্ছারূপ রজ্জুদ্বারা নিয়মসমূহ পরিচালিত, সেই আদিকারণস্বরূপা দেবী সর্বদা আমার আশ্রয়স্বরূপ হউন ॥ ৩ ॥

এই সংসারে যাঁহার অপারিমিত শক্তিশালী 'বিভূতিসমূহ জন্মমৃত্যু-



যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ  
 আসিক্তিতঃ স্বকলিতৈললিতৈবিলাসৈঃ ।  
 যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং  
 সান্বা শিবা মম গতিঃ সফলেহফলে বা ॥ ৭

যা ( যিনি ) মাম্ ( আমাকে ) চিরায় ( চিরদিন ধরিয় ) আসিক্তিতঃ ( সিদ্ধি-  
 লাভ হওয়া পর্যন্ত ) স্বকলিতৈঃ ( নিজ কৃত ) ললিতৈঃ ( মনোহর ) বিলাসৈঃ ( লীলা-  
 দ্বারা ) অতিদুঃখমার্গৈঃ ( অতিশয় কষ্টের পথে ) বিনয়তি ( লইয়া যাইতেছেন ) বা  
 ( যিনি ) সততং ( সর্বদা ) ধরণ্যাং ( পৃথিবীতে ) মে ( আমার ) মতিং ( বুদ্ধিকে ;  
 সুবিদধে । সুন্দররূপে বিধান অর্থাৎ পরিচালন করিয়াছেন ) সা ( সেই ) শিবা  
 ( কল্যাণময়ী ) সান্বা ( মাতা ) সফলে ( ফললাভ করিলেও ) বা অফলে ( অথবা  
 ফললাভ না করিলেও ) মম ( আমার ) গতিঃ ( গতি ) ॥ ৭ ॥

যিনি সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত চিরদিন আমাকে নিজকৃত মনোহর লীলা  
 দ্বারা অতিশয় দুঃখের পথে লইয়া যাইতেছেন, যিনি সর্বদা পৃথিবীতে  
 আমার বুদ্ধিকে সুন্দররূপে পরিচালন করিয়াছেন, আমি সফলই হই  
 আর নিষ্ফলই হই, সেই কল্যাণময়ী জননীই আমার গতি ॥ ৭ ॥

## শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ।

মিশ্র—চৌতাল ।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায় ।  
 নিরঞ্জন, নররূপধর নিগুণ গুণময় ॥  
 মোচন অঘদূষণ (১) জগভূষণ চিদ্বনকায় ।  
 জ্ঞানাজ্ঞান-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায় ॥  
 ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার ।  
 ভক্তার্জন যুগল চরণ তারণ ভব-পার ॥  
 জুস্তিত যুগ ঈশ্বর (২) জগদীশ্বর যোগ-সহায় ।  
 নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায় ॥  
 ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন (৩) করুণাঘন কর্ম কঠোর (৪) ।  
 প্রাণার্পণ জগত তারণ কৃষ্ণন কলিডোর (৫) ॥  
 বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ ।  
 ভাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ ॥

(১) মোচন অঘদূষণ—যিনি, দূষণ অর্থাৎ মানুষকে দূষিত করে এমন যে অঘ অর্থাৎ পাপ, তাহাকে মোচন করেন ।

(২) জুস্তিত যুগ ঈশ্বর—যিনি যুগ-ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন ।

(৩) ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন—যিনি দুঃখের গঞ্জনাকে ভঞ্জন অর্থাৎ দূর করিয়াছেন ।

(৪) কর্মকঠোর—কর্মে যিনি কঠোর অর্থাৎ দৃঢ়—কর্মবীর ।

(৫) কৃষ্ণন কলিডোর—যিনি কলির বন্ধনকে ছেদন করিয়াছেন ।

নির্ভয় গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্ ।  
 নিষ্কারণ ভকত শরণ তাজি জাতিকুলমান ॥ (১)  
 সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোপ্পদ-বারি যথায় ।  
 প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায় ॥

[ পূর্বে উল্লিখিত গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল ; কিন্তু  
 সুরের বিভিন্নতা জন্ত সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া  
 উঠে । সেইজন্য স্বামাজি পরে উহার পরিবর্তন করেন ।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায় ।

নমো নমো প্রভু বাক্য মনাতীত

মনোবচনৈকাধার,

জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর

তুমি তমভঙ্গনহার (২) ।

ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মুদঙ্গ,

গাইছে ছন্দ ভকতবন্দ, আরতি তোমার ॥

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল । ]

(১) নিষ্কারণ.....কুলমান—জাতি কুলমান না দেখিয়া যিনি বিনা কারণে ভক্তকে  
 আশ্রয় দান করেন ।

(২) তমভঙ্গনহার—অজ্ঞানদূরকারী ।

## শিব সঙ্গীত ।

(১)

কর্ণাটি—একতাল ।

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,

বোম্ বব বাজে গাল ।

ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে ছুলিছে কপাল মাল

গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল বাজে,

ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল :

(২)

তাল—স্বরফাঁকিতাল ।

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি ।

যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিণাকপাণি ॥

উর্দ্ধ জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল ।

সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনি ॥

## ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ।

ସ୍ଵଳତାନ—ତିମା ତ୍ରିତାଳୀ ।

ମୁକ୍ତେ ବାରି ବନୟାରୀ ସେଁଇୟା

ଧାନେକୋ ଦେ ।

ଧାନେକୋ ଦେରେ ସେଁଇୟା

ଧାନେକୋ ଦେ (ଆଜୁ ଡାଳା) ॥

ମେରା ବନୟାରୀ, ବାଁଦି ତୁହାରି

ଛୋଡ଼େ ଚତୁରାୟି ସେଁଇୟା

ଧାନେକୋ ଦେ ( ଆଜୁ ଡାଳା )

( ମୋରେ ସେଁଇୟା )

ସମୁନାକି ନୀରେ, ଭରେଁ । ଗାଗରିୟା

ଝୋରେ (୧) କହତ ସେଁଇୟା

ଧାନେକୋ ଦେ ॥

(୧) ଝୋରେ—ଝୋଡ଼ ହାତ କରିୟା ; କରଝୋଡ଼େ ।

## সৃষ্টি ।

খাম্বাজ—চৌতাল ।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত-আগামী-কাল-হীন  
দেশহীন সর্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায় ॥ (১)

তথা হতে বহে কারণ ধারা,  
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজ্জ্বলা,  
গরজি গরজি উঠে তার বারি,  
অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥

সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে,  
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,  
কতই রূপ কতই শক্তি,  
কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥

কোটি চন্দ্র কোটি তপন  
লভিয়ে সেই সাগরে জনম  
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন  
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥

(১) তিনি এক, তিনি সাকার নিরাকারের পার, নামবর্ণহীন, কালত্রয়ের  
অতীত, তিনি দেশের অতীত, তিনি সর্বভাবে অতীত, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া  
যাইতে যাইতে যেখানে অবাক হইয়া বিরামলাভ করিতে হয়, তিনি তাহাই ।

তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী  
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,  
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥

প্রলয় বা গভীর সমাধি ।

বাগেশ্রী—আড়া ।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ।  
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছাঁবি বিশ্ব চরাচর ॥  
অক্ষুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,  
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং শ্রোতে নিরন্তর ॥  
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,  
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥  
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল.  
অবাঙ্ মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥

## সখার প্রতি ।

আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;  
 প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (১) হেথা সুখ ইচ্ছ' মতিমান ?  
 দন্দ্রযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;  
 'স্বার্থ,' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?  
 সাক্ষাৎ—নরক-স্বর্গময়, (২)—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?  
 কস্ম-পাশ গলে বাঁধা যার—ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?  
 যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপতপ ধন উপার্জন,  
 ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মস্ম দেখেছি এবার ;  
 জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর ধারণ বিড়ম্বন ;  
 যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় ।  
 হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;  
 লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মস্মর-মূরতি তাকি সয় ?  
 হও জড়প্রায় অতি নাচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—  
 সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান ।

(১) যেখানে ক্রন্দনটাই শিশুর জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ, সেখানে বুদ্ধিমান কখনও সুখ প্রত্যাশা করেন না। এই সংসার মায়ার রাজ্য কি না, তাই সমস্ত বিপরীত দেখি—যথা দুঃখে সুখ অনুভব ইত্যাদি। এখানে মন্দ বস্তুকে ভাল বলিয়া বোধ হয়।

(২) নরক, কদর্য স্থান, দুঃখের আলয় হইলেও, তাহা স্বর্গ, সুন্দর স্থান, আনন্দভূমি বলিয়া বোধ হয়। সেই একই ভাব,— 'দুঃখে সুখ' ইত্যাদি।



বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—  
 প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;  
 ধর্ম্যতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলায় ;  
 নদীতীর পর্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায় ।  
 অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—  
 ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?  
 শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—  
 তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপার—  
 —মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,  
 ভাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, ‘প্রেম’ ‘প্রেম,’—এই মাত্র ধন  
 জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,  
 পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার ।  
 ‘দেব,’ ‘দেব’ বল আর কেবা ? কেবা বল সবারে চালায় ?  
 পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে ! প্রেমের প্রেরণ !!  
 হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,  
 মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন ।  
 রোগ, শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্ম্যাধর্ম্য, শুভাশুভ ফল,  
 সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বল কেবা কিবা করে ?  
 ব্রাহ্ম সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—  
 মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন ।

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,  
 এই সেই সংসার জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন ।  
 পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—  
 বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর কথায় উত্তম ?  
 ছাড় বিত্তা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল ;  
 দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নি শিখা করি আলিঙ্গন ।  
 রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;  
 হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন ।  
 ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?  
 দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল ।  
 অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,  
 “দাও, দাও,” যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান  
 ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,  
 মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায় ।  
 বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?  
 জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।

## “নাচুক তাহাতে শ্যামা” ।

[ এই কবিতায় কোমল ও কঠোর ভাবের চিত্র পাশাপাশি দেখান হইয়াছে । কোমলতা সকলের প্রিয়, তাহাও বলা হইয়াছে—“মন চায় হাসির হিন্দোল.....” ইত্যাদি । কঠোরভাব কেহ চায় না, সকলেই উহা হইতে দূরে থাকিতে চায় । কিন্তু কোমলপ্রাণতা যদি দারিদ্র, দুঃখ, রোগ, মহামারী ইত্যাদি দেখিয়া ভয়ে অস্তিত্ব ভূত হয়, তবে সে কোমলতা যে যথার্থই দুর্বলতা ও কাপুরুষতা ও উহাকে দূর করিয়া সদাই মৃত্যুকে আলিঙ্গনে প্রস্তুত থাকাই যে বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং এইরূপ কঠোর ভাবকের স্ফুটন যে শ্যামা নৃত্য করেন, তাহা অপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । ]

ফুল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে ।

শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে ॥

মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে ।

নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা কমল দোলে ॥

ফেনময়ী, ঝরে নিঝরিণী, তানতরঙ্গিনী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি ।

স্বরময় পতত্রিনিচয়, (১) লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী ॥

চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে ।

বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাব রাশি জেগে ওঠে ॥

মেঘমন্দ্র কুলিশ নিশ্বন, মহারণ, ভুলোক দুালোক ব্যাপী ।

অন্ধকার উগরে আঁধার, হৃৎকার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু ॥

ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলি জ্বালা ।

ফেনময়, গর্জিত মহাকায়, উন্মি ধায়, লজ্জিতে পর্বত চূড়া ॥

(১) স্বরময় পতত্রিনিচয়—পক্ষিসমূহের যেন স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, উহার যেন কতকগুলি স্বরের সমষ্টিস্বরূপ ।

ঘোষে ভীম গস্তীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা ।  
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে ॥

শোভাময় মন্দির আলায়, হ্রদে নীলপয়, তাহে কুবলয় শ্রেণী ।  
দ্রাক্ষাফল-হৃদয়-রুধির, (১) ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী ॥  
শ্রুতিপথে বীণার বাক্য, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে ।  
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে ॥  
বিশ্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি ।  
দুটি কর, বাঞ্জা অগ্রসর প্রেমের পিঞ্জর তাহে বাঁধা প্রাণ পাখী ॥  
ডাকে ভেরী, বাজে বরর্ বরর্ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে  
কাঁপে ধরা ।

ঘোষে তোপ বব-বব-বম, বব-বব-বম, বন্দুকের কড়কড়া ॥  
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী ।  
ফাটে গোলা লাগে বুক গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার  
ঘোড়া হাতী ॥

পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে ।  
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শক্রতোপ আনে ছিনে ॥

(১) মদ । দ্রাক্ষাফলের রস ( হৃদয়-রুধির ) হইতে মদ প্রস্তুত হয় ; উহা গ্লাসে চালিলেই উপরটা সাদা কেনাযুক্ত হয় ও মৃদু মৃদু শব্দ করে ।

আগে যায় বোঁধা পরিচয় পতাকা নিচয়, দণ্ডে করে রক্ত ধারা ।  
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা ॥  
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে ।  
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে ॥

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিন্তা বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার ।  
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার ।  
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপন জ্বালা ।  
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো ॥১  
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা ।  
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা ॥  
রুদ্ধমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী ।  
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥  
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার  
ছায়া । (২)

করালিনি কর কৰ্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া ॥

(১) প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর.....ভালো—চন্দ্রের প্রাণ সূর্য্য । কিন্তু সূর্য্যকে ছাড়িয়া চন্দ্রই সকলের ভাল লাগে ! কোমল ভাব এতই সকলের প্রিয় !!

(২) সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী.....মায়ার ছায়া—প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণই যেমন সত্য স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ যেমন তাহারই ছায়ামাত্র, রুদ্ধভাবই সেইরূপ ষষ্ঠার্থ সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, আর কোমলভাব ( সুখবনমালী ) সেই রুদ্ধভাবের ছায়ামাত্র । সুখবনমালী—অন্য কোন ভাবরাহিতা বশতঃ বিলাসভাবোদ্দীপক । এই সকল ভাব আপাতমধুর হইলেও প্রাণদ, বলদ নহে ।

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী ।  
 প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্বাস, বলে মা দানবজয়ী ॥(১)  
 মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা  
 জানে ।

মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী বিষকুস্তু ভরি বিতরিচ্ছ জনে জনে ॥  
 রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা ।  
 দুঃখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি পূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা ॥  
 ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে ।  
 কাপুরুষ ! দয়ার আধার ! ধন্য বাবহার ! মর্শ্ব কথা বলি  
 কাকে ? (২)

ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া ।  
 আশুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া ।

(১) মুণ্ডমালা .....দানবজয়ী--কেবল মাত্র 'সুখময়' ভাবে কতদূর কাপুরুষত্ব আসিবে  
 পারে, তাহা দেখান হইয়াছে । শ্যামা মায়ের সাধন করিতে যাইয়া মার  
 মুণ্ডমালা দেখিয়া 'ভয়ে ফিরে চায়' আর 'নাম দেয় দয়াময়ী' । অপিচ মাকে ভয়ে  
 'দানবজয়ী' বলে । এখানে সাধকের শ্যামা মায়ের উপর প্রেম, প্রীতি নাই—  
 আছে তাহার স্থানে ভয়, কাপুরুষত্ব । শ্যামা তখন 'মা' নন, পরন্তু 'দয়াময়ী' ও  
 'দানবজয়ী' ।

(২) ছাগকণ্ঠ.....কাকে—বলি দিতে গিয়া রক্ত দেখিয়া ভয়ে কম্পিতদেহ । ভয়,  
 অবসাদ ইত্যাদি দুঃখলতার লক্ষণ । প্রেমে মানুষকে নিভীক করে । এদিকে  
 স্বার্থসিদ্ধির আশায় হয়ত কাহারও সর্বনাশ করিবার জন্যই পূজার আয়োজন  
 কিন্তু রক্ত দেখিয়াই ভয়ে অস্থির ! !

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?  
 হুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥  
 পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা ।  
 চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

## গাই গীত শুনাতে তোমায়

গাই গীত শুনাতে তোমায়,  
 ভাল মন্দ নাহি গণি,  
 নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা ।  
 দাস তোমা দোঁহাকার,  
 সশক্তিক নমি তব পদে ।  
 আচ্ছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,  
 তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ ।  
 ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,  
 জন্মমৃত্যু মোর পদতলে ।  
 দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ;  
 তব গতি নাহি জানি ।  
 মম গতি—তাহাও না জানি ।  
 কেবা চায় জানিবারে ?

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,  
 জপতপ সাধন ভজন,  
 আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে :  
 আছে মাত্র জানাজানি আশ,  
 তাও প্রভু কর পার ।

চক্ষু দেখে অখিল জগৎ,  
 না চাহে দেখিতে আপনায়, (১)  
 কেন বা দেখিবে ?  
 দেখে নিজরূপ দেখিলে পরের মুখ  
 তুমি আঁখি মম, তব রূপ সর্বঘণ্টে ।  
 ছেলে খেলা করি তব সনে,  
 কভু ক্রোধ করি তোমা পরে,  
 যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;  
 শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,  
 নির্বাক্ আনন, চল চল আঁখি,  
 চাহ মম মুখপানে ।  
 অমনি যে ফিরি, তব পায় ধরি,  
 কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি ।

(১) চক্ষু দেখে.....আপনায়—সমস্ত বিশ্বকে দেখিয়া চক্ষু আর আপনাকে দেখিতে চায় না । কারণ পরে বর্ণিত হইয়াছে ।



তুমি নাহি কর রোষ ।  
 পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা ?  
 প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর ।  
 কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি ।  
 বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,  
 তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী ।  
 সিন্ধুরোলে তব ছলছলকার,  
 চন্দ্র সূর্য্যে তোমার বচন,  
 মৃদুমন্দ পবন—আলাপ,  
 এ সকল সত্য কথা ।  
 কিন্তু মানি অতি স্থূল ভাব,  
 তৎসংগে এ নহে বারতা ।

সূর্য্যচন্দ্র চল গ্রহ তারা,  
 কোটি কোটি মণ্ডলীনিবাস  
 ধূমকেতু বিজলি আভাস,  
 সুবিস্তৃত অনন্ত আকাশ মন দেখে ।  
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি,  
 ভঙ্গ যথা তরঙ্গ লীলার  
 বিদ্যা অবিদ্যার ঘর,

স্নেহ জরা জীবন মরণ,  
 সুখ দুখ স্বন্দ্র ভরা  
 কেন্দ্র যার অহমহমিতি,  
 ভূজদয়—বাহির অন্তর,  
 আসমুদ্রে আসূর্য্যচন্দ্রমা,  
 আতারক অনন্ত আকাশ,  
 মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,  
 দেব যক্ষ মানব দানব,  
 পশুপক্ষী কুমি কাঁটগণ,  
 অণুক দ্ব্যণুক জড়জীব,  
 সেই সমক্ষেত্রে অবস্থিত ।  
 স্থূল অতি এ বাহ্য বিকাশ,  
 কেশ যথা শিরঃপরে ।

মেরুতটে হিমালী পর্বত,  
 যোজন যোজন সে বিস্তার ;  
 অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে  
 শত উঠে চূড়া তার ।  
 ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা  
 শত শত বিজলি প্রকাশ ।

উত্তর অয়নে বিবস্বান্  
 একীভূত সহস্র কিরণ  
 কোটি বজ্র সম করধারা  
 ঢালে যবে তাহার উপর,  
 শৃঙ্গে শৃঙ্গে মুচ্ছিত ভাস্কর,  
 গলে চূড়া শিখর গহ্বর  
 বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর  
 স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে ।  
 সর্ব বৃত্তি মনের যখন  
 একীভূত তোমার কৃপায়,  
 কোটিসূর্য্য অতীত প্রকাশ,  
 চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,  
 গলে যায় রবি শশী তারা,  
 আকাশ পাতাল তলাতল,  
 এ ব্রহ্মাণ্ড গোস্পদ সমান ।  
 বাহ্যভূমি অতীত গমন,  
 শান্ত ধাতু, মন আশ্ফালন নাহি করে,  
 শ্লথ হৃদয়ের তর্পী যত,  
 খুলে যায় সকল বন্ধন,  
 মায়ামোহ হয় দূর,

বাজে তথা অনাহত ধ্বনি তব বাণী ;  
শুনি সসম্ভ্রমে, দাস তব প্রস্তুত সতত  
সাধিতে তোমার কাষ ।

“আমি বর্তমান ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে  
প্রলয়ের কালে  
জ্ঞান জেয় জ্ঞাতা লয়,  
অলক্ষণ অতর্কা জগৎ,  
নাহি থাকে রবি শশী তারা,  
সে মহা নির্বাণ, নাহি কস্মি করণ কারণ,  
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,  
আমি বর্তমান ।

“আমি বর্তমান ।

প্রলয়ের কালে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে  
জ্ঞান জেয় জ্ঞাতা লয়,  
অলক্ষণ অতর্কা জগৎ,  
নাহি থাকে রবি শশী তারা,  
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,  
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্বগুণভেদ,

একাকার সূক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকায়,  
আমি বর্তমান ।

‘আমি হই বিকাশ আবার ।

মম শক্তি প্রথম বিকার  
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার  
বাজে মহাশূন্য পথে,  
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ ধ্বনি,  
তাজে নিদ্রা কারণ মণ্ডলী,  
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু ;  
লক্ষ্যবাক্ষ্য আবর্ত উচ্ছ্বাস  
চলে কেন্দ্র প্রতি দূর অতি দূর হতে ;  
চেতন পবন তোলে উন্মিমালা,  
মহাভূত সিন্ধু পরে ;  
পরমাণু আবর্ত বিকাশ  
আক্ষয়ালন পতন উচ্ছ্বাস  
মহাবেগে ধায় সে তরঙ্গরাজি ।  
অনন্ত অনন্ত খণ্ড তার  
উৎসারিত প্রতিঘাত বলে,  
ছোটে শূন্যপথে খগোলমণ্ডলীরূপে ।

ধায় গ্রহ তারা,  
ফেরে পৃথ্বী মনুষ্য আবাস ।

“আমি আদি কবি,  
মম শক্তি বিকাশরচনা,  
জড়জীব আদি যত ।  
মম আঙঠা বলে  
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,  
গর্জন্ত মেঘ অশনি নিনাদ ;  
মৃদুমন্দ মলয় পবন  
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে ;  
ঢালে শশী হিম করধারা,  
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরা বপু ;  
তোলে মুখ শিশিরবর্জিত  
ফুলফুল রবি পানে ।”

## **H. H. THE MAHARAJAH OF KHETRI.**

If the sun by the cloud is hidden, a bit,  
If the welkin shows but gloom,  
Still hold on yet a while, brave heart,  
The victory is sure to come.

No winter was but summer came behind,  
Each hollow crests the wave,  
They push each other in light and shade,  
Be steady then and brave.

The duties of life are sore indeed,  
And its pleasures fleeting vain,  
The goal so shadowy seems and dim :  
Yet plod on through the dark, brave heart.  
With all thy might and main.

Not a work will be lost, no struggle vain,  
Though hopes be blighted, powers gone,  
Of thy loins shall come the heirs to all,  
Then hold on yet a while brave soul,  
No good is e'er undone.

Though the good and the wise in life are few  
Yet theirs are the reins to lead,  
The masses know but late the worth,  
Heed none and gently guide.

With thee are those who see afar,  
With thee is the Lord of might,  
All blessings pour on thee, great soul,  
To thee may all come right.

Ever yours in the Lord  
Vivekananda

### **REQUIESCAT IN PACE.\***

Speed forth, O soul, upon thy star-strewn path,  
Speed, blissful one ! where thought is ever free,  
Where time and sense no longer mist the view,  
Eternal peace and blessings be on thee !

Thy service true, complete thy sacrifice,  
Thy home, the heart of Love Transcendent find,  
Remembrance sweet, that kills all space and time,  
Like attar-roses, fill thy place behind !

\* May he rest in peace.

On the death of J. J. Goodwin, an English disciple of Swamiji's.



Thy bonds are broke, thy quest in this is found ,  
 And one with That which comes as Death and Life,  
 Thou helpful one ! unselfish e'er on Earth,  
 Ahead, still help with love this world of strife !

### **Song of the Sannyasin.**

Wake up the note ! the song that had its birth  
 Far off, where worldly taint could never reach ;  
 In mountain caves, and glades of forest deep,  
 Whose calm no sigh for lust or wealth or fame  
 Could ever dare to break ; where rolled the stream  
 Of knowledge, truth and bliss that follows both.  
 Sing high that note, Sannyasin bold ! say,  
     "Om tat sat Om" !

Strike off thy fetters ! Bonds that bind thee down,  
 Of shining gold, or darker, baser ore ;  
 Love, hate—good, bad—and all the dual throng.  
 Know, slave is slave, caressed or whipped, not free,  
 For fetters though of gold, are not less strong to bind  
 Then, off with them, Sannyasin bold ! say,  
     "Om tat sat Om" !

Let darkness go ! the wil-o'-the-wisp that leads  
 With blinking light to pile more gloom on gloom,

This thirst for life, for ever quench ; it drags  
 From birth to death, and death to birth the soul.  
 He conquers all who conquers self. Know this  
 And never yield, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

“Who sows must reap,” they say, and “Cause must bring  
 The sure effect. Good, good ; bad, bad ; and none  
 Escape the law. But whoso wears a form  
 Must wear the chain.” Too true ; but far beyond  
 Both name and form is Atman ever free,  
 Know thou art That, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

They know no truth who dream such vacant dreams  
 As father, mother, children, wife and friend.  
 The sexless Self ! whose father He ? whose child ?  
 Whose friend, whose foe is He who is but one ?  
 The Self is all in all, none else exists ;  
 And thou art That, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

There is but One—The Free—The Knower—Self !  
 Without a name, without a form, or stain.  
 In Him is Maya, dreaming all the dream.  
 The witness, He appears as nature, soul ;  
 Know thou art That, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Where seekest thou ? That freedom, friend, this world  
 Nor that can give. In books and temples  
 Vain thy search. Thine only is the hand that holds  
 The rope that drags thee on ; then cease lament ;  
 Let go thy hold, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Say peace to all. From me no danger be  
 To aught that lives. In these that dwell on high,  
 In those that lowly creep, I am the Self of all.  
 All life, both here and there, do I renounce,  
 All heavens, earths and hells, all hopes and fears.  
 Thus cut thy bonds, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Heed then no more how body lives or goes,  
 Its task is done, Let Karma float it down  
 Let one put garlands on, another kick  
 This frame : say naught. No praise or blame can be  
 Where praiser, praised, and blamer, blamed are one,  
 Thus be thou calm, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Truth never comes where lust and fame and greed  
 Of gain reside. No man who thinks of woman  
 As his wife can ever perfect be ;  
 Nor he who owns however little, nor he

Whom anger chains, can ever pass through Maya's gates,  
So give these up, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?  
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food,  
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.  
No food or drink can taint that noble self  
Which knows itself. The rolling river be  
Thou ever, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Few only know the truth, the rest will hate  
And laugh at thee, great one ; but pay no heed.  
Go thou, the free, from place to place, and help  
Them out of darkness, Maya's veil, without  
The fear of pain or search for pleasure, go  
Beyond them both ; Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

Thus, day by day, till Karma's powers spent  
Release the soul for ever. No more is birth,  
Nor I or thou, nor God or man. The I  
Became the All, the All is I and bliss,  
Know thou art that, Sannyasin bold ! say,

“Om tat sat Om” !

## To The Awakened India.

Once more awake !  
For sleep it was, not death, to bring thee life  
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions  
Daring yet, the world in need awaits, O Truth !  
No death for thee ;

Resume thy march,  
With gentle feet that would not break the  
Peaceful rest, even of the road-side dust  
That lies so low. Yet strong and steady,  
Blissful bold and free. Awakener, ever,  
Forward ! Speak thy stirring words.

Thy home is gone,  
Where loving hearts had brought thee up, and  
Watched with joy thy growth. But Fate is strong  
This the law—all things come back to the source  
Their strength to renew.

Then start afresh,  
From the land of thy birth, where vast cloud-belted,  
Snows do bless and put their strength in thee,  
For working wonders anew. The heavenly  
River tunes thy voice to her own immortal song ;  
Deodar shades give thee eternal peace.

And all above,  
 Himala's daughter Uma, gentle, pure,  
 The Mother that resides in all as power,  
 And Life, Who works all works, and  
 Makes of One the world, Whose mercy,  
 Opes the gate to truth and shows  
 The One in All, give thee untiring  
 Strength, which leads to Infinite Love.

They bless thee all,  
 The seers great whom age nor clime  
 Can claim their own, the fathers of the  
 Race, who felt the heart of Truth the same,  
 And bravely taught to man ill-voiced or  
 Well. Their servant, thou hast got  
 The Secret,—'tis but One.

Then speak, O Love !—  
 Before thy gentle voice serene behold how  
 Visions melt, and fold after fold of dreams  
 Departs to void, till Truth and Truth alone,  
 In all its glory shines.

And tell the world—  
 Awake, arise, dream no more !  
 This is the land of dreams, where Karma  
 Weaves unthreaded garlands with our thoughts,

Of flowers sweet or noxious,—and none  
 Has root or stem, being born in naught, which  
 The softest breath of Truth drives back to  
 Primal nothingness. Be bold and face  
 The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,  
 Or, if you cannot, dream then truer dreams,  
 Which are Eternal Love and Service Free.

### Angels Unawares.

One bending low with load—of life  
 That meant no joy, but suffering harsh and hard,—  
 And wending on his way through dark and dismal paths,  
 Without a flash of light from brain or heart  
 To give a moment's cheer,—till the line  
 That marks out pain from pleasure, death from life,  
 And good from what is evil, was well-nigh wiped from  
 sight—,  
 Saw, one blessed night, a faint but beautiful ray of light  
 Descend to him. He knew not what or wherefrom,  
 But called it God and worshipped.

Hope, an utter stranger came to him, and spread  
 Through all his parts, and life to him meant more  
 Than he could ever dream, and covered all he knew.  
 Nay, peeped beyond this world. The sages

Winked, and smiled, and called it "superstition."  
 But he did feel its power and peace  
 And gently answered back  
 "O Blessed Superstition !"

## II

One drunk with wine of wealth and power  
 And health to enjoy them both, whirled on  
 His maddening course,—till the earth (he thought  
 Was made for him, his pleasure-garden, and man,  
 The crawling worm, was made to find him sport),  
 Till the thousand lights of joy,—with pleasure fed,  
 That flickered day and night before his eyes,  
 With constant change of colours,—began to blur  
 His sight, and cloy his senses ; till selfishness,  
 Like a horny growth, had spread all o'er his heart ;  
 And pleasure meant to him no more than pain,—  
 Bereft of feeling ; and life in sense,  
 So joyful, precious once, a rotting corps between his arms,  
 (Which he forsooth would shun, but more he tried, the more  
 It clung to him ; and wished, with frenzied brain,  
 A thousand forms of death, but quailed before the charm).  
 Then sorrow came,— and Wealth and Power went—  
 And made him kinship find with the human race  
 In groans and tears, and though his friends w'd laugh  
 His lips would speak in grateful accents,  
 "O Blessed Misery !"



## III

One born with healthy frame,—but not of will  
 That can resist emotions deep and strong,  
 Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—  
 And just the sort that pass as good and kind,  
 Beheld that *he* was safe, whilst others long  
 And vain did struggle 'gainst the surging waves.

Till, morbid grown, his mind could see,—like flies  
 That seek the putrid part,—but what was bad.  
 Then Fortune smiled on him, and his foot slipped.  
 That ope'd his eyes for e'er and made him find  
*That stones and trees ne'er break the law,*  
*But stones and trees remain ;* that man alone  
 Is blest with power to fight and conquer Fate,  
 Transcending bounds and laws.  
 From him his passive nature fell, and life appeared  
 As broad and new, and broader newer grew,  
 Till light ahead began to break, and glimpse of That  
 Where Peace Eternal dwells,—yet one can only reach  
 By wading through the sea of struggles,—courage-giving  
 came.

Then, looking back on all that made him kin  
 To stocks and stones, and on to what the world  
 Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,  
 And with a joyful heart, declared it

“Blessed Sin !”

## **KALI THE MOTHER.**

The Stars are blotted out

    The clouds are covering clouds,  
It is darkness vibrant, sonant,

    In the roaring, whirling wind,  
Are the souls of a million lunatics,

    Just loose from prison-house,  
Wrenching trees by the roots

    Sweeping all from the path.  
The sea has joined the fray

    And swirls up mountain waves,  
To reach the pitching sky—

    The flash of lurid light  
Reveals on every side

    A thousand, thousand shades  
Of Death begrimmed and black—

    Scattering plagues and sorrows,  
Dancing mad with joy.

    Come, Mother, come.

For terror is Thy name,

    Death is in Thy breath,  
And every shaking step

    Destroys a world for e'er,  
Thou 'Time' the All-Destroyer.

    Come, O Mother, Come.

Who dares misery love,  
And hug the form of death  
Enjoy destruction's dance,  
To him the Mother comes.

### Peace.

Behold, it comes in might,  
The Power that is not power,  
The light that is in darkness,  
The shade in dazzling light.

It is joy that never spoke,  
And grief unfelt, profound,  
Immortal life unlived,  
Eternal death unmourned.  
It is not joy nor sorrow,  
But that which is between.  
It is not night nor morrow,  
But that which joins them in.

It is sweet rest in music,  
And pause in sacred art ;  
The silence between speaking ;  
Between two fits of passion.  
It is the calm of heart.

It is beauty never loved,  
And love that stands alone,  
It is song that lives unsung,  
And knowledge never known.

It is death between two lives,  
And lull between two storms,  
The void whence rose creation,  
And that where it returns.

To it the tear drop goes,  
To spread the smiling form.  
It is the Goal of Life,  
And Peace—its only home !

